215

ভোরের কাগজ

তারিখ 26 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

আগামী শিক্ষাবর্ষে বোর্ডের পুরোনো ও নতুন পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করতে পারে

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মজুতকৃত পুরোনো পাঠ্যবই বিক্রির সুবিধার্থে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নতুন পাঠ্যবই বাজারে আসার সম্ভাবনা কম। ফলে সংশোধিত ও পরিমার্জিত এবং পুরোনো পাঠ্যবই নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, গত বছর চাহিদার অতিরিক্ত বাফার স্টক হিসেবে বোর্ড ১৮ কোটি টাকার বই মুদ্রণ করে গুদামজাত করে রাখে। বাজারে বইয়ের সঙ্কট দেখা দিলে বইগুলো বাজারজাত করার কথা। এজন্য বোর্ড সারাদেশে পরিবেশকও নিযুক্ত করে। কিন্তু চলতি '৯৭ সালের শুরুতে বাজারে বইয়ের সঙ্কট দেখা দিলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মজুত বই বিক্রি না করে একটি স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থে অবৈধভাবে ১০ কোটি টাকার বই পুনর্মুদ্রণ করে বাজারজাত করা হয়। এ কারণে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলেও অতিসম্প্রতি তাকে আবার পুনর্বহাল করা হয়।

সূত্র মতে, বোর্ডের মজুতকৃত ঐ ১৮ কোটি টাকার বই বিক্রি না করে ১০ কোটি টাকার বই পুনর্মুদ্রণের ফলেই বর্তমান সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের মজুত ঐ বই এবার বিক্রির জন্য প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারে মূল্য নির্ধারণের পরিবর্তে নিজেরাই মূল্য ঠিক করে দেয়। যাতে মজুতকৃত বইয়ের মূল্যের চেয়ে নতুন বইয়ের মূল্য কম না হয়। অথচ টেন্ডারের মূল্য নির্ধারিত হলে বইয়ের দাম গতবারের চেয়ে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম হতো। এতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বই কিনতে পারতো। উল্লেখ্য, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর চলতি বছরে ২৫ আগস্ট তিন কোটি টাকার যে ৯টি বইয়ের টেন্ডার আহ্বান করেছিল তাতে গতবারের চেয়ে ২৫ শতাংশ মূল্য কমেছে।

সূত্র, প্রতিবছর নতুন পাঠ্যবই মুদ্রণের সময় সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়। চলতি বছরেও তা করা হয়েছে। কিন্তু এখন বাজারে বোর্ডের গতবারের মজুতকৃত পাঠ্যবই ছাড়া হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ও সংশোধিত নতুন পাঠ্যবই বাজারে আসবে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দু ধরনের পাঠ্যবইয়ের ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো বইয়েরও ইনার ফর্মার পজিটিভ সরবরাহ করেনি। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বইয়ের পজিটিভও দেয়নি। ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে জানুয়ারিতে নতুন পাঠ্যবই বাজারজাত করার সম্ভাবনা কম।

এ বিষয়ে বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শওকত আলীর সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বোর্ডের অন্য এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, সংশোধিত ও পরিমার্জিত নতুন বই এবং পুরোনো বই নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ে সেজন্য যেসব বইয়ে সংশোধিত হয়েছে তার তালিকা প্রত্যেক স্কুলে পাঠানো হবে। যাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা এ বিষয়ে পুরোনো বইয়ের ক্রেতা ছাত্রছাত্রীদের অবগত করাতে পারেন। তিনি অবশ্য নতুন বই জানুয়ারির প্রথম দিকে না হলেও যথাশিগগির সম্ভব বাজারজাত হবে বলেও আশা প্রকাশ করে বলেন, এতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হবে না। কারণ তখন রমজানের বন্ধ থাকবে।